



মানবের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

مَا أُرِيدُ وَمَنْ وَمَنْ وَرَبِّي أَرْثَاهُ، আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে

সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহ্বায যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড়লোকই হোক না কেন - কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাতে এবং রুখী-রোয়গার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তাআলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্ব। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذُوْهُوَ শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذُوْهُوَ শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহর আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন দ্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

### সূরা আত্ব-তুর

وَالظُّوْرُ — হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তুর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তুরেসিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তুর একটি—(কুরতুবী) তুরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সন্মান ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

رَبِّي - رَبِّي سَطُوْرٌ فِي رِزْقِي مُنْشُوْرٌ — শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرُ — আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল

মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।—(ইবনে-কাসীর)

وَالْبَيْتِ الْمَسْجُوْرُ — وَالْبَيْتِ الْمَسْجُوْرُ শব্দটি مسجور থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এইঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছেঃ

وَالْبَيْتِ الْمَسْجُوْرُ — অর্থাৎ, চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলী, ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ ইবনে-উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করলঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেনঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল।—(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ مسجور - এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (রহঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ — আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যস্বাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) সূরা তুর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ম বলেনঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَوْرَسُوا لِسَمَاوَاتٍ مُّوْرًا — অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مور বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

أَفَسِحْرُهُمْ أَمْ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ الْبُرْهَانَ لَأَنْصُرُوهُ
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ الْبُرْهَانَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ لِيُكَفِّرُوا بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُؤْتُوا
رَبَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ كَلِمَاتٌ يُؤْتِيهَا اللَّهُ مَن يَشَاءُ لِيُخَوِّفَ مَن يَشَاءُ
مُنكَبِينَ عَلَىٰ سُرُطٍ مَّرصُوفَةٍ ۝ وَرَوَّحَةٌ مِّنْ جَنَّتَيْنِ ۝ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
أَلْتَمَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٌ ۝ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِغَاكِهِ وَالتَّحِيْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝ إِنَّا نَارِعُونَ فِيهَا
كَأَسَا لِنَعُوْقَهَا وَلَا نَتَّئِبُهَا ۝ وَيَطْرُقُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ لَّهُمْ
كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكْنُونٌ ۝ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتْفِقِينَ ۝ فَمَنْ
أَللَّهُ عَلَيْنَا وَقَسْنَا عَذَابَ السُّمُورِ ۝ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاھِنٍ وَلَا مُجْتَنِبٍ ۝ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّتَرْتِيبٍ ۝
رَبِّ الْمُنُونِ ۝ قُلْ تَرَفُّعُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِفِينَ ۝

(১৫) এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবার কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই খোদাজীকরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আখাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তুণ হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হ্রদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে : আমরা ইতিপূর্বে নিজদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্বনের শান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু। (২৯) অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় : সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।

ঈমান থাকলে বুয়ুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ — অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুয়ুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়—যাতে বুয়ুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।—(মায়হারী)

সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের (রহঃ) বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরম্ভ করবে : পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে : তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক।—(ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীর এসব রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করে বলেন : এসব রেওয়াজেতে থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা কোন কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে : পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে : তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَا أَلْتَمَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٌ — এলাত ও الت এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই : সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুয়ুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পস্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুয়ুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ — অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিকলিত হবে না।—(ইবনে-কাসীর)

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنَّكَ بِأَعْيُنِنَا — শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফাযতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে وَاللَّهُ يَحْكُمُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا هُوَ يُرِيذُ بِالظَّالِمِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযত করবেন।

এরপর আল্লাহ তাআলার সপ্রশংসে পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে : وَسَيَبْرَأُكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ إِذْ تُصَلِّيهِمْ وَتُكَلِّمُهُمُ الرُّسُلَ وَتُنزِّلُ الْوَحْيَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَهْمَانَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَهْمَانَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَهْمَانَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সপ্রশংসে পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্ৰোখান করা। ইবনে-কাসীর (রহঃ) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

كل شيء قدير . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ولا حول ولا قوة إلا بالله

এরপর যদি সে ওয়ু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে।—(ইবনে-কাসীর)

মজলিসের কাফ্ফারা : মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, “যখন দণ্ডায়মান হন”—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে—

سبحانك اللهم وبحمدك — এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন : তুমি যখন মজলিস থেকে উঠে, তখন তসবীহ ও তাহমীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সংকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভাল-মন্দ কথা-বার্তা হয়, সে যদি মসলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা এই মজলিসের যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই :

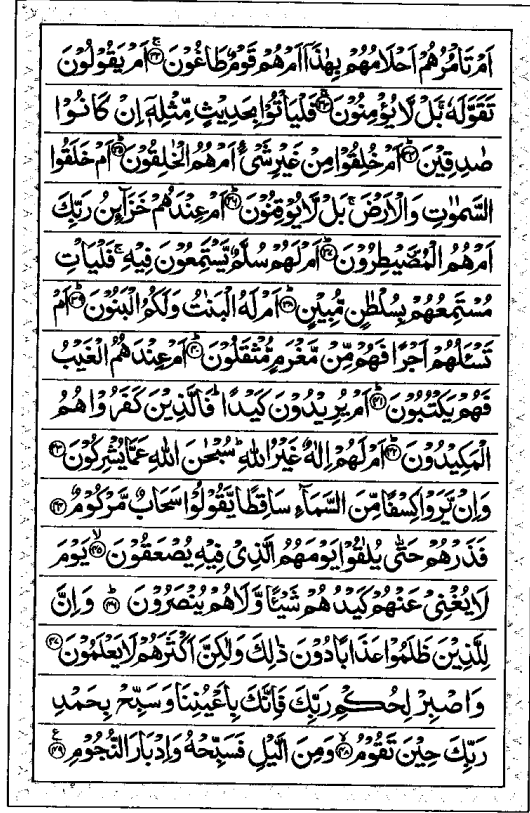
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرک

واتوب اليك (তিরমিযী—ইবনে-কাসীর)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ — অর্থাৎ, রাতে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরেব ও এশার নামায এবং সাধারণ তসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَأَذِّنِ لِلنَّجْوَى — অর্থাৎ, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ পাঠ বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)।

সূরা আঙ্ক-তুর সমাপ্ত



(৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে : এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অশিষ্যসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপন-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই সৃষ্টি? (৩৬) না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শরণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্রসন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা চাপে বসে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাকের, তাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন ঋগকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে : এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংসে পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্ৰোখান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।